চূড়ামণি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

মূল্য বার আনা।

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্, লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ;
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ;
৭৮/৬, লায়েল ষ্ট্রীট্, ঢাকা

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলসমূহের
জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উপহার
SEN GUPTA
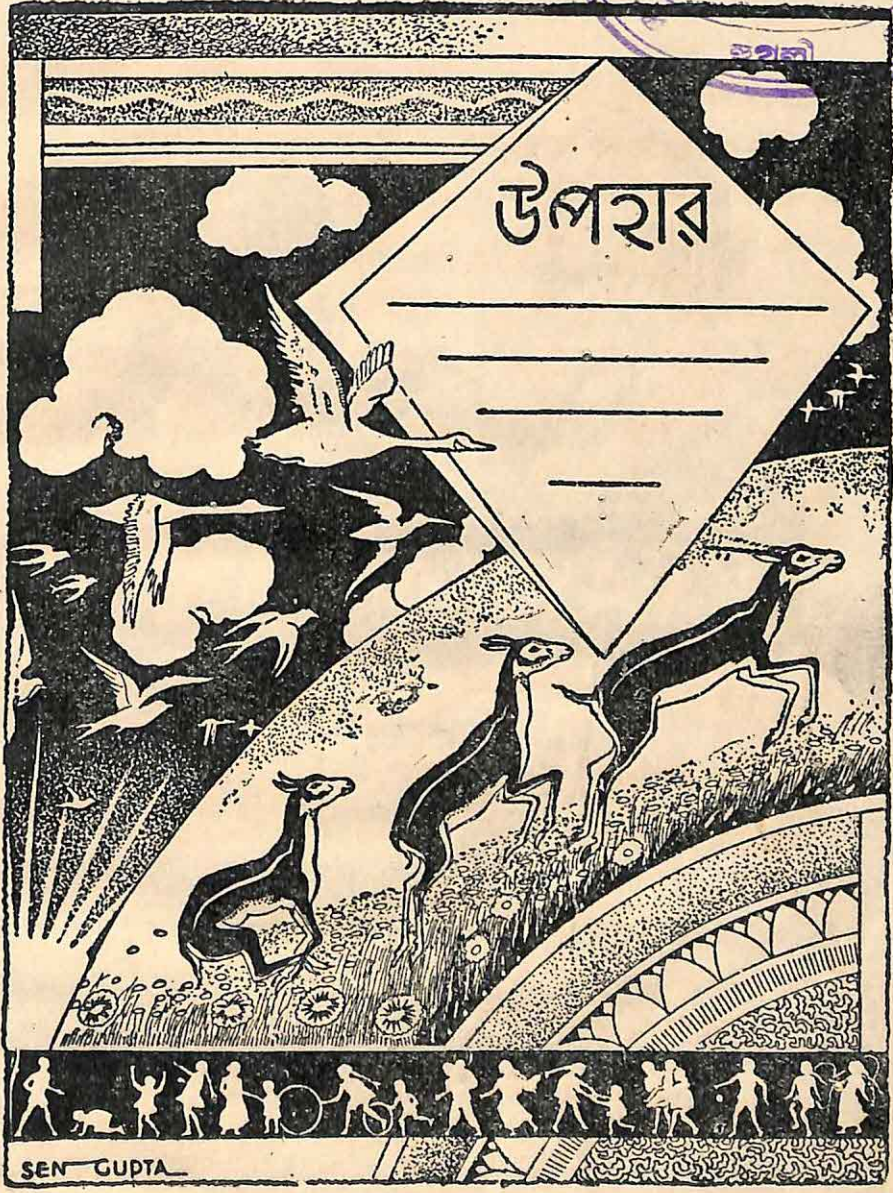
—এক—

পঞ্চগৌড়াধিপতি রত্নেশ্বরের রাজ্যে পাত্রপুত্র খরবরের বড় আদর। তাহার যেমন রূপ তেমনি গুণ। তীর ধনু গদা খড়্গে যেমন তাহার হাত, কাব্য ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতিতেও তেমনি অসাধারণ অধিকার। নৃত্য গীত প্রভৃতি চৌষট্টি কলাবিদ্যার কোন বিদ্যাই বাকী নাই। কিন্তু যে বিদ্যাকে সকলে বড় বলিয়া জানে, সেই বিদ্যাতেই তাহার দক্ষতা ছিল সব চেয়ে বেশী। চৌর্য্যশাস্ত্রে তাহার প্রতিভার আশ্চর্য্য পরিচয় পাইয়া গুরু তাহাকে উপাধি দিয়াছিলেন—

'চৌর-চূড়ামণি'। লোকে উপাধির প্রথম অংশটা বাদ দিয়া তাহাকে শুধু 'চূড়ামণি' বলিয়া ডাকিত।

খরবর যে চৌর্য্যশাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিল, সে শাস্ত্রে চুরি শব্দের সংজ্ঞা একটু আলাদা রকমের। আমরা তো জানি পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলেই চুরি করা হয়; কিন্তু খরবরের মতে এ সংজ্ঞা ঠিক নয়। শাস্ত্রে নাকি বলে, পরের জিনিস অপহরণ করিয়া নিজের ভোগে যাহারা লাগায় তাহারা চোর নয়,—ছ্যাঁচড়। অভিজাত সম্প্রদায়ের চোরের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। চূড়ামণির দলে ছ্যাঁচড়ের স্থান ছিল না।

চূড়ামণির খ্যাতি শুধু গৌড় রাজ্যেই আবদ্ধ রহিল না। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর—এই দুই সীমার মধ্যে এমন কোন রাজ্য ছিল না চূড়ামণির নাম শুনিলে যে প্রদেশের কোটাল ভয় পায় না। চূড়ামণি যদি ইচ্ছা করে তো তাহার চুরি ঠেকাইবে কে? আর চূড়ামণি যদি চুরি করে তাহাকে ধরিতে পারে এত বড় ক্ষমতা কাহার?

কোটালেরা তাই চূড়ামণির কাছে বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার নামে জয়পত্র পাঠাইয়া দিল। তাহা না হইলে চাকরি থাকে না।

কাশী হার মানিল, কাঞ্চী হার মানিল, কলিঙ্গ হার মানিল—আর্য্যাবর্ত্তের সকল প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের সকল রাজ্য, চূড়ামণির মহাবিদ্যার কাছে হার মানিল,—মানিল না কেবল চম্পাবতীর কোটাল।

চূড়ামণির শিষ্য-প্রশিষ্যের দল সেখানে ধরা পড়িয়া শূলে চড়িতে লাগিল। দিগ্বিজয়ী বীরের নাম বুঝি আর থাকে না!

চূড়ামণি ঠিক করিল, নিজে গিয়াই চম্পাবতীর কোটালকে একবার উচিত মত শিক্ষা দিয়া আসিবে,—সমস্ত চম্পানগরী লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবে। কোটালের কতখানি ক্ষমতা একবার দেখা যাইবে।

খবর না দিয়া চুরি করা যাহাদের অভ্যাস, খরবর সে দলের লোক নয়। অতর্কিতে আক্রমণ করাকে সে কাপুরুষের কাজ বলিয়া মনে করে। সুতরাং পত্রদ্বারা চম্পারাজকে সমস্ত উদ্দেশ্য আগেই জানাইয়া দিয়া চূড়ামণি চম্পা-বিজয়ে যাত্রা করিল।

—দুই—

চম্পানগরীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। পথে পথে সহস্র প্রহরী। দ্বারে দ্বারে দৌবারিক। নাগরিকগণ গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। রাজপথ নির্জ্জন। চম্পাবতীর পুরুষেরা কাজ, শিশুরা কান্না এবং স্ত্রীলোকেরা ঝগড়াঝাটি বন্ধ করিয়াছে। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত চম্পানগরীর মুখে কে যেন বিভীষিকার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

রাজপুরীর প্রধান সিংহদ্বারে মহাকোটাল দোসাদ্ স্বয়ং দণ্ডায়মান,—বিদেশী আগন্তুকের প্রবেশপথে মূর্ত্তিমান বাধা। পরিচয়পত্র ভিন্ন নগরে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। পরিচয়পত্রও তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। সংশয়ের আভাসমাত্র থাকিলেও চূড়ামণির গুপ্তচর মনে করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করা হইতেছে। অবস্থা দেখিয়া লোকে আর চম্পানগরীর দিকে পা বাড়াইতে ভরসা পাইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সকাল হইতে এ পর্য্যন্ত রাজপুরীর সিংহদ্বার দিয়া একজন মাত্র লোক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং যুবরাজ। প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—এক দণ্ডের মধ্যেই পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

চম্পানগরীর আর কোন লোক বাহিরে যায় নাই, ভিতরেও আসে নাই। বিদেশী যাহারা ঢুকিয়াছে তাহারা সকলেই বন্দীরূপে। সুতরাং চূড়ামণি বোধ হয় আজ আর আসিতে পারিল না।

সিংহদ্বার বন্ধ হইতেছে, এমন সময় দূরে বনপথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ ক্রমে কাছে আসিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহীকে দেখিয়া প্রহরীদের মাথা ঘুরিয়া গেল। স্বয়ং কোটালের মুখেও কথা সরিল না। অশ্বারোহী আর কেহই নহেন— স্বয়ং চম্পানগরীর যুবরাজ !

দোসাদ্ মুহূর্তের মধ্যেই সামলাইয়া লইল ; গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,— "ছদ্মবেশে ফাঁকি দিতে হ'লে কাশী-কাঞ্চীই শ্রেষ্ঠ স্থান। চম্পার কোটাল দোসাদ্‌র চোখে ধূলো দিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার নেই।"

—"আমার আছে কিনা জানি না, কিন্তু চূড়ামণির আছে। সে অনেক আগেই তোমার চোখে ধূলো দিয়েছে।"

—"তার মানে ?"

—"মানে অতি সরল। ইতিপূর্ব্বে যাঁকে যুবরাজ ব'লে পথ ছেড়েছ, আসল যুবরাজ তিনি নন। এখনও যদি সন্দেহ থাকে, প্রাসাদে লোক পাঠিয়ে খবর নাও। তোমার অহঙ্কারটা কিছু কমবে। ততক্ষণ......"

—"ততক্ষণ তোমাকে ছেড়ে দিই, কেমন ? এমনি বোকাই ভেবেছ আমাকে, না ?"

—"না, তোমার মত বুদ্ধিমান এ রাজ্যে দুর্লভ। মহারাজকে ব'লে আজই তোমার বুদ্ধির উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। মূর্খ কোথাকার! চোর ওদিকে রাজ্যপাট লুট করছে, উনি এখানে

ঘাঁটি আগলাচ্ছেন। রাজদ্বার অপেক্ষা ধোবার পাটই তোমার যোগ্যতর স্থান।"

এমন সময় পাত্রমিত্র সঙ্গে লইয়া মহারাজ স্বয়ং নগরদ্বারে উপস্থিত। ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া তিনি কোটালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

—"মহারাজ, এই ছদ্মবেশী লোকটা যুবরাজ ব'লে পরিচয় দিয়ে নগরে ঢুকতে চায়। মনে করেছে চম্পানগরীর কোটাল একেবারে নির্ব্বোধ!"

অশ্বারোহী ঘোড়া হইতে এক লাফে নামিয়া মহারাজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজপুত্রের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া রাজা স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। সারাদিনের পর পুত্রকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন,—"কোথায় ছিলি বাবা, সারাদিন? সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছিস্, আর এখন সন্ধ্যে হতে চলল। যেথাই যাও, ব'লে যেতে হয়। মহারাণী কেঁদেকেটে অনর্থ বাধিয়েছেন। সকাল থেকে জলস্পর্শ করেন্ নি।"

রাজপুত্র বলিলেন,—"সে অনেক কথা। এসব চূড়ামণির কীর্ত্তি। সকালে উঠে হাওয়া খেতে গেছি বনের ধারে। বনের ভেতর থেকে ভেসে এল স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ। শব্দ অনুসরণ করতে করতে দুপুর হল। তবু মানুষ চোখে পড়ে না। মনে হল হয়তো কোন স্ত্রীলোক দস্যুর হাতে পড়েছে। দস্যুরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে, আর মেয়েটিও কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। এই ভেবে আর ফিরতে ইচ্ছা হল না। বিপন্ন স্ত্রীলোককে ফেলে কি ফেরা যায়, বাবা?"

পুত্রের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রাজা বলিলেন,—"যে ফেরে সে কাপুরুষ!"

—"তাই আরও এগিয়ে গেলাম। এদিকে বেলা ক্রমেই প'ড়ে এল। হঠাৎ কান্নার শব্দ থেমে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে চারদিকে তাকালাম—কোথাও কিছু নেই। এমন সময় এক কাঠুরের সঙ্গে

দেখা। কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বনের পথ ধ'রে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। আমায় দেখেই বললে, 'বাবা, তুমি কি চম্পাবতীর যুবরাজ?'

আমি বললাম, 'হাঁ। কিন্তু তুমি কে?'

'আমি বাবা কেউ নই, গরীব কাঠুরে। কাঠ কেটে আসছিলাম, পথে একটি লোকের সঙ্গে দেখা। সে বললে, ঐ পথে যেতে যেতে প্রথম যার দেখা পাবে সে হচ্ছে চম্পাবতীর রাজকুমার। তার হাতে এই চিঠিখানা দিও। কে লিখেছে, কেন লিখেছে—সব কথা ওতেই আছে।' "

রাজা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"কই সে চিঠি?"

রাজপুত্র চিঠিটি বাহির করিয়া দিলেন। চম্পারাজ কম্পিত হস্তে চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল:

মহারাজকুমার,

আমি অদ্য চম্পানগরে প্রবেশ করিব এই সংবাদ আপনার মহামান্য পিতৃদেব শ্রীমন্‌মহারাজ চম্পাধিপতিকে পূর্ব্বেই দিয়াছি,—সে সংবাদ আপনারও অবিদিত নহে। আপনাদের অতিবুদ্ধি কোটাল তাহা শুনিয়া নগরের সিংহদ্বারে পাহারা দিতেছে। সুতরাং আপনার ছদ্মবেশ ব্যতীত সিংহদ্বার পার হইবার অন্য কোনো সুবিধা দেখিতেছি না। আপনি যখন এই পত্র পাইবেন তাহার বহু পূর্ব্বেই আমি নগরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা মনে ভাবিলে আপনি সম্ভবতঃ

'বাবা, তুমিই কি চম্পাবতীর যুবরাজ ?'
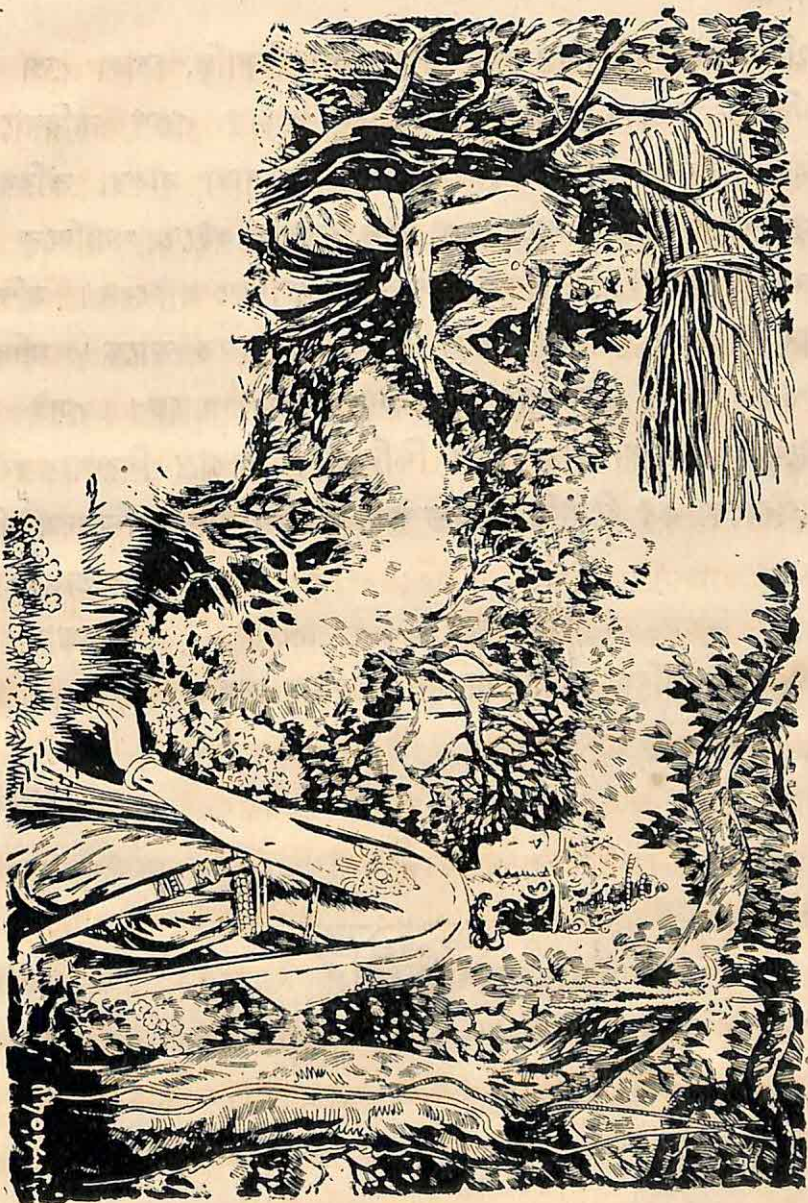
দুঃখিত হইবেন; কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি, তাহা তো রক্ষা করিতেই হইবে। আপনি সারাদিন অত্যন্ত ক্লেশ করিয়াছেন। কিন্তু ফিরিবার পথে দুঃখ লাঘবের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি। কাঠুরিয়ার সহিত যেখানে দেখা হইল, সেখান হইতে পূর্ব্বদিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটি জীর্ণ মন্দির দেখিতে পাইবেন। মন্দিরের দ্বার খুলিলেই দেখিবেন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত আছে। মন্দিরের পশ্চাতে একটি সুসজ্জিত অশ্ব বটবৃক্ষে বাঁধা আছে। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজপুরীতে ফিরিবেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিবেদন ইতি—

গত্যন্তরহীন
চূড়ামণি

চিঠি শুনিয়া কোটালের মুখ চূণ হইয়া গেল।

—তিন—
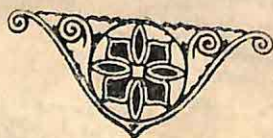
চম্পানগরীর লোক রাত্রে ঘুম ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু রাত জাগিয়াও চুরি বন্ধ করিতে পারিতেছে না। অদ্ভুত চোর। চোখের পলকে সব জিনিস অন্তর্হিত হইতেছে। মনে হয় যেন মানুষের কাজ নয়, ভূতুড়ে কাণ্ড।

লজ্জায় অপমানে কোটালের এমনি অবস্থা যে রাজসভায় সে আর মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারে না। দেশের লোকও কোটালের নাম করিয়া পরিহাস করে। ছোট ছেলেরা তাহার নামে ছড়া কাটে। কিন্তু কোন দিকেই তাহার মন নাই। কেমন করিয়া চোরকে ধরে, এই তাহার একমাত্র চিন্তা। একবার ধরিতে পারিলে হয়! তাহার পর এমন শাস্তি দিবে যে, চোর আর জীবনে ভুলিবে না!

কোটালের মনের আক্রোশ মনেই থাকিয়া যায়, চোর আর ধরা পড়ে না। চুরি সমানেই চলে। ঘরে ঘরে সিঁধ কাটিয়া চোর চম্পানগরীকে চালুনিতে পরিণত করিল। একটা দেওয়ালও অভগ্ন রহিল না। দেশের লোক 'হায় হায়' করিতে লাগিল।

রাজবাড়ীতে কোটালের ডাক পড়িল। রাজা দুই চোখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,—"বলি কাণ্ডটা কি?"

কোটাল দুই হাত কচলাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—

"মহারাজ! আমার তো চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু এ যে বড় দারুণ চোর! পেরে ওঠা দায়।"

—"কিন্তু আমার এই শেষ কথা। একটি ছিন্ন মুণ্ড সাতদিনের মধ্যে আমার চাই-ই। সে যদি চোরের হয় তো ভালই। তা না হলে কোটালের—হাঁ হাঁ, তোমার! কোটাল আবার এরাজ্যে ক'জন আছে? মোটকথা একটা মাথা আমার চাই-ই—হাঁ। এখন যেতে পার।"

—চার—

নদীর ঘাটে এক সদাগরের ডিঙা ভিড়িয়াছে। খোঁজ লইয়া চূড়ামণি জানিল, সদাগর আর কেহ নহে—কোটাল দোসাহুর জামাতা। কোটালের মেয়েকে বিবাহ করিয়া বাণিজ্যে যাত্রা করিয়াছিল—নানা দেশে বাণিজ্য সারিয়া চম্পাবতীর ঘাটে নৌকা লাগাইয়াছে ; উদ্দেশ্য, স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি হইতে লইয়া যাইবে।

চূড়ামণি ভাবিল, এই সুযোগে একটা মজা করা যাক। সে কোটালের জামাতার বেশ ধরিয়া কোটালের ঘরে উপস্থিত হইল। আসিয়াই কোটালের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মাগো, এ কি শুনি ?"

কোটালের স্ত্রী জামাইয়ের জন্য আসন পাতিয়া দিয়া বলিল,—"কি শুনলে বাবা ?"

—"শ্বশুর ঠাকুরকে মহারাজ নাকি বন্দী করেছেন। শুনলাম তোমাদেরও আজই সেই দশা হবে। খবর পেয়েই দৌড়ে আসছি।"

কোটালের স্ত্রী ভয় পাইয়া বলিল,—"অ্যা ! সে কি বাবা ?"

—"তা মা, রাজার হুকুম, তার তো আর নড়চড় হবে না। এখন একমাত্র উপায় আছে ; শুনবে ?"

—"তা বাবা, তুমি যা বলবে তাই করব। জামাই যা, ছেলেও তা।"

—"দাসীর পোষাক পরে মায়ে ঝিয়ে বেরিয়ে পড়। ঘাটে আমার নৌকো বাঁধা আছে। দাঁড়িমাঝিকে সব কথা ব'লে রেখেছি। তোমরা গিয়ে চুপি চুপি উঠে পড়বে, কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। তারপর যা করবার সে আমি করব। আমি এখন চললাম। অনেক কাজ আছে।"

কোটালের স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"কতদিন পরে এলে বাবা, মুখে একটু জল দিয়ে যাও।"

চূড়ামণি 'না' বলিল না। জলযোগ শেষ হইলে সদাগরের সহিত দেখা করিতে চলিল, পথে পোষাক বদলাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাজ পরিল।

কোটালের জামাই শ্বশুরবাড়ি যাইবার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় চূড়ামণি আসিয়া উপস্থিত। বলিল,—"বাবাজী, তুমি হয়তো আমায় চিনবে না। আমি হচ্ছি রাজবাড়ির পুরোহিত। তোমার শ্বশুরের খবর সব পেয়েছ তো?"

সদাগর বিস্মিত হইয়া বলিল,—"না। কেন কি হয়েছে শ্বশুর ঠাকুরের?"

অত্যন্ত করুণসুরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়া গেল তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজকোপে পড়িয়া কোটাল বন্দী। রাজা কোটালের স্ত্রী

ও কন্যাকে কয়েদে পুরিয়া তাহার ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিবেন। এখন সদাগর শাশুড়ী ও স্ত্রীকে লইয়া গোপনে যদি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবেই রক্ষা। আর কোনো উপায় নাই।

সদাগর বলিল—"এত বড় বিপদ! একথা তো আগে শুনি নি।"

—"আগে তো বিপদ হয় নি, শুনবে কেমন ক'রে? কিন্তু কথায় কথা বাড়বে। দেরি হ'লে তোমারও শ্বশুরের দশা হবে। কাজেই প্রস্তুত থাক। তোমার স্ত্রী ও শাশুড়ী এল ব'লে। আমি তবে এখন চলি।"
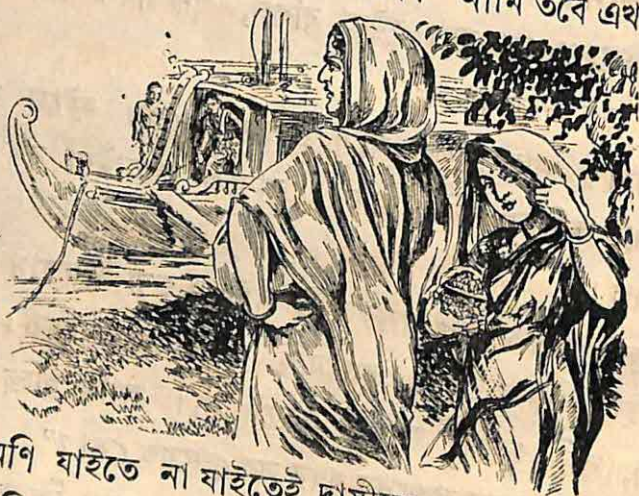
চূড়ামণি যাইতে না যাইতেই দাসীবেশে কোটালের স্ত্রী ও কন্যা নৌকায় আসিল। সদাগর-পুত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

কোটাল ঘরে আসিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল!

—পাঁচ—

রাজা ঘোষণা করিয়াছেন,—যে এই অদ্ভুত চোরকে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা দিবেন। রাজ্য ও রাজকন্যার লোভে সকলেই চোর ধরিতে বাহির হইল। কিন্তু চোর ধরা কি মুখের কথা!

অবশেষে রাজা কলাধর সর্ব্বজ্ঞকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কলাধর আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ, কি আদেশ?"

রাজা বলিলেন,—"দেশের সব লোক তো হার মানল। এবার তোমার পালা। কেমন তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবার দেখা যাবে।"

কলাধর বলিল,—"মহারাজ, এই হুকুমের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। দেখুন না তিন রাত্রি পোহাবে না, চোরকে এনে রাজসভায় হাজির করব।"

কলাধর তখনই উঠিয়া গেল।

চূড়ামণির কাছে এ খবর পৌঁছিতে দেরি হইল না। চূড়ামণি চতুর বটে, কিন্তু কলাধরও নিতান্ত কম যায় না। চূড়ামণি একটু যেন দমিয়া গেল। কোটালকে ফাঁকি দেওয়া যত সহজ, কলাধর সর্ব্বজ্ঞকে ফাঁকি দেওয়া তত সহজ নয়।

কিন্তু চূড়ামণি ভয় পাইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়; চম্পাবতী নগরীর মধ্যে নানা রকম ছদ্মবেশ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কলাধর কিন্তু পিছনে লাগিয়াই রহিল। চূড়ামণি অতিকষ্টে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

একদিন রাজপ্রহরীর বেশ ধরিয়া চূড়ামণি চলিয়াছে, কলাধর দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিতেছে। চূড়ামণি তাহা বুঝিতে পারিয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখে লুকাইবার কোনো জায়গা নাই। অথচ কলাধর দলবল লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া। এখন উপায় কি?

চূড়ামণি দেখিল, নদীর ঘাটে ধোপা কাপড় কাচিতেছে। হন্তদন্ত হইয়া তাহার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া বলিল,—"আরে কর কি? কোটালের লোকজন ঐ যে এসে পড়ল! তোমাকেই যে রাজা চোর ব'লে সন্দেহ ক'রে শূলে চড়াবার হুকুম দিয়েছেন! এখনও সময় আছে, প্রাণ নিয়ে পালাও!"

ধোবা অবাক্ হইয়া বলিল,—"সে কি কথা গো! আমাকে..."

—"হাঁ হাঁ, তোমাকে। ঐ—ঐ যে ওরা এসে পড়ল! তুমি এক কাজ কর। এই হাঁড়িটা উপুড় ক'রে মাথায় দিয়ে জলে ডুবে থাক। ওরা চ'লে গেলে আবার উঠে আসবে। যাও—আর দেরি নয়!"

ধোবা তো জলে নামিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিল। চূড়ামণি তাহার মাথায় হাঁড়িটি উপুড় করিয়া বসাইয়া দিয়া নিজে ধোবার বেশ পরিয়া কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এদিকে কলাধর খুঁজিতে খুঁজিতে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দেখে যতদূর চোখ যায় কেহ কোথাও নাই। শুধু একজন ধোবা আপন মনে কাপড় কাচিতেছে।
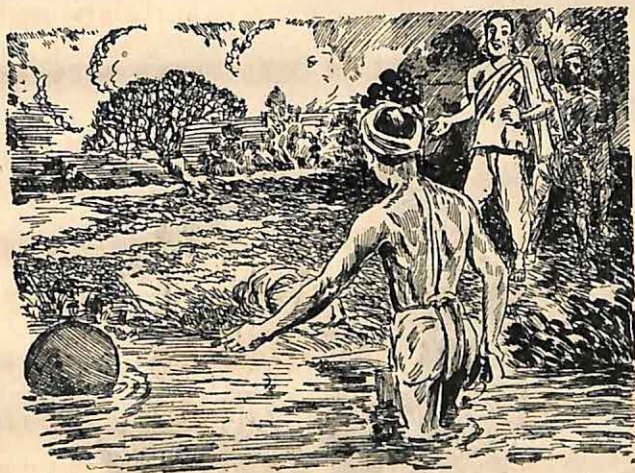
কলাধর তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"এই রজক, এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছিস্ ?"

চূড়ামণি কালো হাঁড়িটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া যেমন কাপড় কাচিতেছিল তেমনি কাচিতে লাগিল। কলাধরের লোকজন

মহা আনন্দে ধোবাকে জল হইতে উঠাইয়া হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি দিয়া রাজপুরীতে লইয়া চলিল।

রাজবাড়ীর ধোবা; রাজার কাপড় কাচে। সবাই তাহাকে চেনে। কলাধর যখন চোর ধরিয়াছি বলিয়া তাহাকে রাজসভাতে হাজির করিল, তখন সকলে হাসিয়া অস্থির! রাজা হাসিলেন, পাত্র হাসিলেন, মিত্র হাসিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী হাসিল কোটাল। দেখিয়া লজ্জায় কলাধরের মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

—ছয়—

রাত্রি অনেক হইয়াছে। কলাধর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে ডাক শোনা গেল,—"সর্ব্বজ্ঞ মশায়, সর্ব্বজ্ঞ মশায়,—বাড়ি আছেন?"

কলাধর ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"

—"রাজবাড়ি থেকে এসেছি। গোপন সংবাদ আছে।"

সর্ব্বজ্ঞ কথাটা যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। দরজা না খুলিয়াই বলিল,—"সংবাদ থাকে তো সে কাল সকালে শুনব'খন। এত রাত্রে কি দরকার?"

—"দরকার না থাকলে কি মহারাজ এমনি পাঠিয়েছেন? আপনি দরজাটা তো খুলুন।"

সর্ব্বজ্ঞ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"দরজায় না হয় তালা আছে, কিন্তু কানে তো তালা দিই নি। কি বলবে ওখান থেকেই বল না বাপু!"

—"বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু। বলি, চোর ধরব ব'লে খুব তো বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছেন। এদিকে চোর যখন চিঠি দিয়ে রাজবাড়িতে সিঁধ কাটতে আসছে, তখন ঘরের কোণে ঢুকে ব'সে আছেন!—আচ্ছা, তবে থাক!—কালই তবে রাজবাড়িতে গিয়ে রাজার

সঙ্গে দেখা করবেন। আমি তবে এখন চলি। গিয়ে রাজাকে বলব, সর্ব্বজ্ঞ ভয়েই জড়সড়! মহারাজ চোর ধরবার লোক পেয়েছেন ভাল!"

সর্ব্বজ্ঞ আর স্থির থাকিতে পারিল না; বলিল,—"আহা বাবা, রাগ কর কেন? ব্যাপারটা কি খুলেই বল না। চূড়ামণি কি সত্যি চিঠি পাঠিয়েছে নাকি? কোথায় সে চিঠি?"

—"সেটা দেবার জন্যেই তো এসেছিলাম, কিন্তু আপনি তো বিছানা ছেড়েই উঠলেন না—তা' আর করি কি বলুন!"

ইহা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ বিছানা হইতে জানালা গলাইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল,—"দেখি—দেখি চিঠিটা।"

যেই হাত বাড়ানো অমনি চূড়ামণি কাটারির এক কোপে, সর্ব্বজ্ঞের হাতটি কাটিয়া চম্পট দিল। আর কলাধর একলা ঘরে বসিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কাটা হাত লইয়া চূড়ামণি সোজা চলিল রাজার বাড়ি। চোরের কাণ্ড দেখিয়া রাজার চোখে ঘুম নাই। খোলা তলোয়ার হাতে লইয়া ঘরে বসিয়া রাত জাগিতেছেন। এমন সময় দেওয়ালের গায়ে কিসের যেন শব্দ শোনা গেল। রাজা কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

চূড়ামণি সিঁধ কাটিতেছে। আর রাজা ভাবিতেছেন—একবার মাথাটি গলাইলেই হয়।

দেখিতে দেখিতে দেওয়ালে একটি বড় রকমের ছিদ্র হইল। রাজা তলোয়ার বাগাইয়া ধরিলেন।

চূড়ামণি নিজের মাথা আগে না গলাইয়া কলাধরের কাটা

হাতটি আগে বাড়াইয়া দিল। রাজা আর ভাবনা চিন্তা না করিয়া মারিলেন এক কোপ। চূড়ামণি কাটা হাত ফেলিয়া সরিয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে রাজপুরীতে বিষম হট্টগোল। চোর কাটা হাত ফেলিয়া পলাইয়াছে। কিন্তু গেল কোথায়? কোটালের লোকজন যাহাকে পাইতেছে, তাহারই হাত দেখিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু হাতকাটা লোকের সন্ধান হইল না।

এমন সময় এক গণক ঠাকুর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

মাথায় দীর্ঘ শিখা, গলায় নামাবলী, বগলে পাঁজিপুঁথি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বয়সের ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

মহারাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ 'জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে বসিলেন।

রাজা চোরের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন,—"ঠাকুর, যদি কোনো রকমে এই কাটা হাতের মালিককে বের ক'রে দিতে পার, তা'হলে অর্দ্ধেক রাজ্য তোমার।"

গণক ঠাকুর বলিলেন,—"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমি, রাজ্য নিয়ে কি করব মহারাজ? তবে চোরের উৎপাতে আপনি দেখছি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আপনাকে যদি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি, সেই হবে আমার পুরস্কার।"

বলিয়াই গণক ঠাকুর খড়ি পাতিলেন। বিড়-বিড় করিয়া কত মন্ত্র পড়িলেন। তারপর মেঝের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিলেন,—"পেয়েছি পেয়েছি! চলুন মহারাজ, কাটা হাতের মালিক চম্পা রাজ্যেই এখনো অবস্থান করছে।"

পাত্র মিত্র কোটাল প্রভৃতি সকলকে লইয়া রাজা বাহির হইয়া পড়িলেন। আগে চলেন গণক ঠাকুর, পিছনে রাজা, তারপর পাত্র মিত্র কোটাল। চলিতে চলিতে গণক আসিয়া দাঁড়াইলেন কলাধরের বাড়ির সম্মুখে।

রাজা বলিলেন,—“কি ঠাকুর, কোথায় তোমার চোর ?”

গণক বলিলেন,—“আজ্ঞে, এই ঘরের মধ্যেই।”

—“সে কি কথা ? এ তো সর্ব্বজ্ঞের বাড়ি।”

গণক হাসিয়া বলিলেন,—“সে কি আমার অপরাধ মহারাজ ? চোর যদি অন্যত্র না গিয়ে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের বাড়িটাই পছন্দ করে তো তার জন্যে কি আমি দায়ী হব ?”

রাজা বলিলেন,—“আচ্ছা দেখাই যাক না।” বলিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, খুলিল না। আবার ধাক্কা দেওয়া হইল, তবু কেহ সাড়া দিল না।

হুকুম পাইয়া রাজার লোকজন দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

দেখা গেল কলাধর চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। চাদর তুলিতেই দেখা গেল তাহার এক হাত কাটা।

কোটাল হাসিয়া বলিল,—"কি সৰ্ব্বজ্ঞ ঠাকুর, বলি খবর কি?"

রাজা বলিলেন,—"ছি কলাধর! তোমার এই কাজ!"

কলাধর জড়িতকণ্ঠে কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কথায় কান দেয় কে? রাজার পাইকেরা কলাধরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

রাস্তায় লোকজন জড় হইয়া গেল। চোর দেখিবার জন্য ছেলের দল খেলা ছাড়িয়া ছুটিল, মেয়েরা জানালা খুলিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। এদিকে গণক ঠাকুর ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না।

—সাত—

চোরের পক্ষে কিরূপ শাস্তি উপযুক্ত হইবে তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

কেহ বলিল,—"শূলে চড়াও।"

কেহ বলেন,—"না, হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পোঁতা হ'ক।"

কেহ বলেন,—"ডালকুত্তা লেলিয়ে দাও।"

রাজা গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিতেছিলেন,—অপরাধীকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যেন চম্পানগরীতে আর কেহ কখনও চুরি করিতে সাহস না করে।

এমন সময় বণিক-বেশধারী একটি সুদর্শন যুবক রাজসভায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

রাজা যুবকের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"কে তুমি যুবক? তোমাকে কখনও দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

বিনীতভাবে যুবক উত্তর করিল,—"সেবক এ রাজ্যের অধিবাসী নয়। বাণিজ্য উপলক্ষে চম্পানগরীতে উপস্থিত হয়েছি। এসে শুনলাম চোরের উৎপাতে এ রাজ্যে বড় অশান্তি দেখা দিয়েছে।

মহারাজ নাকি ঘোষণা করেছেন, যে চোরকে ধ'রে দেবে অৰ্দ্ধেক রাজ্য এবং রাজকন্যাকে সে পুরস্কারস্বরূপ লাভ করবে। এই ঘোষণার কথা সত্য কিনা মহারাজের কাছে জানতে ইচ্ছা করি।”

রাজা স্মিতমুখে বলিলেন,—“ঘোষণার কথা সত্য, কিন্তু সে কথা জেনে এখন তো আর লাভ নেই। চোর তো ধরা পড়েছে।”

—“আজ্ঞে না, মহারাজ, প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে নি। মহারাজ যাকে অপরাধী ব'লে মনে করেন সে নির্দ্দোষ। সে যদি দণ্ড পায় চম্পারাজ্যের রাজলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণ হবেন।”

রাজা বিস্মিত হইলেন। যুবকের কথায় তাঁহার মুখে ঈষৎ বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি কঠিন সুরে বলিলেন,—“তোমার দুঃসাহস তো কম নয় যুবক! চম্পারাজের সামনে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি উপদেশ দেওয়ার স্পৰ্দ্ধা রাখ! তুমি মৃত্যুকে ভয় কর না?”

—“করি মহারাজ, কিন্তু অধর্ম্মকে ভয় করি তা'র চেয়েও বেশী। আমারই নাম খরবর চৌর-চূড়ামণি। চম্পানগরীর মধ্যে ক'দিন ধ'রে যে বিভ্রাট চলেছে, সে সবের জন্যে আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। চুরি করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। কোনো রাজ্যে উপদ্রব করাও আমার ইচ্ছা নয়। শুধু আপনার কোটালের স্পৰ্দ্ধা দূর করবার জন্যেই চম্পানগরীতে আমার আগমন।”

রাজসভা নিস্তব্ধ। মন্ত্রমুগ্ধের মত সভাসদেরা অপলকদৃষ্টিতে এই অপরিচিত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া চূড়ামণিকে বুকে

জড়াইয়া ধরিলেন। মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চোর যখন ধরা পড়েছে, তখন শাস্তির ব্যবস্থা করা তো চাই। মন্ত্রী, পুরোহিতকে ডাক।"